# হিসাব

**ইউনিট 5**

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ**

৫.১ ঃ হিসাবের অর্থ ও সংজ্ঞা
৫.২ ঃ হিসাব চক্র
৫.৩ ঃ হিসাবের নমুনা
৫.৪ ঃ হিসাবের শ্রেণি বিভাগ
৫.৫ ঃ হিসাবের শ্রেণি বিভাগের ভিত্তি
৫.৬ ঃ হিসাবের ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয়ের ভিত্তি

**ভূমিকা**

মানুষের ব্যাক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে হিসাবের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এই হিসাবকেই কেন্দ্র করে "হিসাবের" যাত্রা শুরু। এই ইউনিট পাঠ করলে হিসাব সম্পর্কে আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারব।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ** |

## পাঠ-৫.১ হিসাবের অর্থ ও সংজ্ঞা

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- হিসাবের অর্থ ও সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- হিসাবের খাত চিহ্নিত করতে পারবেন।
- খাত অনুসারে হিসাবের "শিরোনাম" চিহ্নিত করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মূখ্য শব্দ (Key Words)** | হিসাব খাত, হিসাবের শিরোনাম, চলমান ব্যবসায় ধারণা, ধারাবাহিকতা, হিসাব চক্র, ব্যক্তিবাচক ও অব্যক্তিবাচক হিসাব, হিসাবের শ্রেণিবিভাগ, হিসাব সমীকরণ, হিসাবের ভিত্তি, ডে:-ক্রে:- নির্ণয়। |

**বিষয়বস্তু ঃ হিসাবের অর্থ**

মনে কর, তোমার বাবা তোমাকে বাজার হতে চাল, ডাল এবং মাছ কেনার জন্য ৪,০০০ টাকা দিলেন। বাজার হতে প্রতি কেজি ৪০ টাকা দরে ৫০ কেজি চাল (৪০×৫০)=২,০০০ টাকা, প্রতি কেজি ১০০ টাকা দরে ৫ কেজি ডাল (১০০×৫)=৫০০ টাকা এবং ১,০০০ টাকার মাছ ক্রয় করলেন। বাবা তোমাকে বলল কত টাকা খরচ করেছ ? প্রশ্নের উত্তরে বলবে (চাল ২০০০+ডাল ৫০০+মাছ ১০০০) বা ৩৫০০ টাকা খরচ হয়েছে। খরচের পর তোমার কাছে কত টাকা আছে? উত্তরে বলবে- নগদ (৪০০০-৩৫০০) বা ৫০০ টাকা আছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে আমরা বলতে পারি খরচের খাতগুলি কী কী?

খরচের খাত গুলো যথাক্রমে- চাল ক্রয়, ডাল ক্রয়, মাছ ক্রয়। যদি প্রশ্ন করা হয় খরচের পর তোমার হাতে নগদ কত টাকা আছে? প্রশ্নের উত্তরে বলবে, আমার হাতে নগদ ৫০০ টাকা আছে। সুতরাং এখানে চাল ক্রয়, ডাল ক্রয় এবং মাছ ক্রয় এই তিনটি খরচের খাতকে আমরা শুধুমাত্র ক্রয় হিসাবে চিহ্নিত করব। এই লেনদেনটি বিশে- ষণ করলে হিসাবের দুইটি খাত পাওয়া যায়।

যথা ঃ ১। ক্রয় হিসাব।
২। নগদান হিসাব।

**হিসাবের শিরোনাম**

উপরের আলোচনায় আমরা খরচের খাত তিনটি পেয়েছি। এই তিনটি খাতই ক্রয় সংক্রান্ত বিধায় একটি শিরোনাম (ক্রয় হিসাব) চিহ্নিত করা হয়েছে। অপর পক্ষে বাবার কাছ থেকে নগদ ৪,০০০ টাকা গ্রহণ করেছ এবং খরচ করেছ ৩৫০০ টাকা। অবশিষ্ট ৫০০ টাকা তোমার হাতে আছে। কাজেই এখানে আরও একটি হিসাবের শিরোনাম হবে "নগদান হিসাব"।

**হিসাবের সংজ্ঞা**

অফিস আদালত, ব্যাংক, বিমা কোং এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন অনেক লেনদেন (আদান-প্রদান) সংঘটিত হয়ে থাকে। এই লেনদেনগুলোকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক বিশে- ষণ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমজাতীয় লেনদেন গুলোকে নির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে রোজের ক্রমানুসারে সাজিয়ে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে হিসাব বলে।

**নিম্নে দুইজন লেখকের সংজ্ঞা দেওয়া হল ঃ**

১। অধ্যাপক এস.এম ভট্টাচার্যের মতে- "কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সমিতি, প্রতিষ্ঠান, সম্পত্তি, আয়-ব্যয় ও দায় সংক্রান্ত লেনদেনগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণীকে হিসাব বলে"।

২। অধ্যাপক এইচ ব্যানার্জির মতে- "কোন ব্যক্তি বা বস্তু সংক্রান্ত একই জাতীয় বা একই শ্রেণিভূক্ত লেনদেন গুলোকে হিসাব বলে"।

সুতরাং- সমজাতীয় লেনদেনগুলো নির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণীকেই হিসাব বলে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** ( নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | হিসাবের খাত চিহ্নিত করুণ:<br>কাগজ, কলম ও খাতা নগদে ক্রয় করা হলো। নগদে মাল ক্রয় করা হলো। নগদে মাল বিক্রয় করা হলো। |

## সারসংক্ষেপ:

প্রতিদিন কারবারে অনেক লেনদেন সংঘটিত হয়। এই লেনদেনসমূহ মনে রাখা সম্ভব নয়। তাই ইহা হিসাবভূক্ত করার প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে খাতের জন্য অর্থ আদান প্রদান হয়ে থাকে সেই খাতসমূহ চিহ্নিত করতে হবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। লেনদেনের সংক্ষিপ্ত বিবরণীকে/ তালিকাকে কী বলা হয়?
ক) জাবেদা খ) হিসাব
গ) ডেবিট নোট ঘ) চালান

২। হিসাব বলতে বুঝায়-
i) শ্রেণীবদ্ধ সারণী ii) সংক্ষিপ্ত সারণী iii) বিস্ড়রিত সারণী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, ii খ) i, iii
গ) ii, iii ঘ) i, ii, ও iii

৩। "নগদে মাল ক্রয়" হিসাবের শিরোনাম হবে-
i) মাল হিসাব ii) ক্রয় হিসাব iii) নগদান হিসাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, ii খ) i, iii
গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৪। "আয় ও ব্যয়ের" খাতকে কী বলা হয়?
ক) জাবেদা খ) হিসাবের শিরোনাম
গ) নগদান হিসাব ঘ) চুড়ান্ত হিসাব

# পাঠ-৫.২ হিসাব চক্র

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- হিসাব চক্র কি? বর্ণনা করতে পারবেন।
- হিসাবের ধারাবাহিকতা কি? বলতে পারবেন।
- হিসাব কাল বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- চলমান ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ভূমিকা

বিগত বছরের হিসাবগুলোর সাথে চলতি বছরের হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক হিসাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে হিসাব চক্র কার্যকর ভূমিকা রাখে। হিসাব চক্র আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন হিসাব কাল (Accounting Period) এবং চলমান ব্যবসায় ধারণা (Going Concern Concept).

**হিসাবকাল (Accounting Period) ঃ** কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক, মাসিক, ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিকাশ করে থাকেন। তবে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান বাৎসরিক ভিত্তিতে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব নিকাশ করে থাকে। এই সময়কেই বলা হয় "হিসাব কাল"। নতুন বছর শুরু হলে হিসাব কালও নতুনভাবে শুরু হবে।

**চলমান ব্যবসায় ধারণা (Going Concern Concept) ঃ** এই ধারণা অনুসারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনন্তকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। কিন্তু হিসাব তথ্য ব্যবহারকারীগণ একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যকলাপের ফলাফল জানতে চান। আর্থিক কার্যকলাপের ফলাফল জানতে অনন্তকাল পর্যন্ত বসে থাকা যায় না। কাজেই এই অনন্তকালকে মাসিক, ষান্মাসিক বা বছর ভিত্তিতে ভাগ করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যকলাপের ফলাফল নির্ণয় করা হয়।

### ধারাবাহিকতা

বিগত বছরের হিসাবের উদ্বৃত্ত অংশ গুলোকে নিয়েই চলতি বছরের হিসাব নিকাশ শুরু হয়ে থাকে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আলোচনা করা হলো ঃ

মিঃ কাদের ১ জানু/২০১৩ সনে ১০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। ৩১ ডিঃ ২০১৩ সনে তার লাভ হল ৫০০০ টাকা। ৩১ ডিঃ ২০১৩ সালে তার মোট মূলধন হবে (১০,০০০+৫,০০০) বা ১৫,০০০ টাকা। এখন প্রশ্ন হলো ১ জানুয়ারী/২০১৪ সালে মূলধন কত? প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ৩১ ডিঃ/২০১৩ সালের ১৫,০০০ টাকাই হবে তার মূলধন। অর্থাৎ বিগত বছরের সমাপনী মূলধন ২০১৪ সালের প্রারম্ভিক মূলধন হিসাবে গণ্য হবে। এভাবেই হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়।

### হিসাব চক্রের সংজ্ঞা ঃ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনগুলোকে চিহ্নিত করে প্রথমে জাবেদা, জাবেদা হতে খতিয়ানে, খতিয়ানের উদ্বৃত্ত নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত, রেওয়ামিল হতে আয় বিবরণী ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে, আর্থিক বিশে- ষণের কাজ করতে হয়।

এভাবেই হিসাব কার্যসমূহ শেষ হয়ে যায়। একটি হিসাবকাল শেষ হলে পরবর্তী হিসাবকালেও ঐ একই কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এই ভাবেই হিসাবসমূহ প্রতি বছর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

সুতরাং হিসাব কার্যক্রম চক্রাকারে আবর্তিত (ঘুরা) হয় বলে এই আবর্তন প্রক্রিয়াকে হিসাব চক্র বলে। নিচে হিসাব চক্রের ধাপসমূহ চক্রাকারে দেখানো হল ঃ

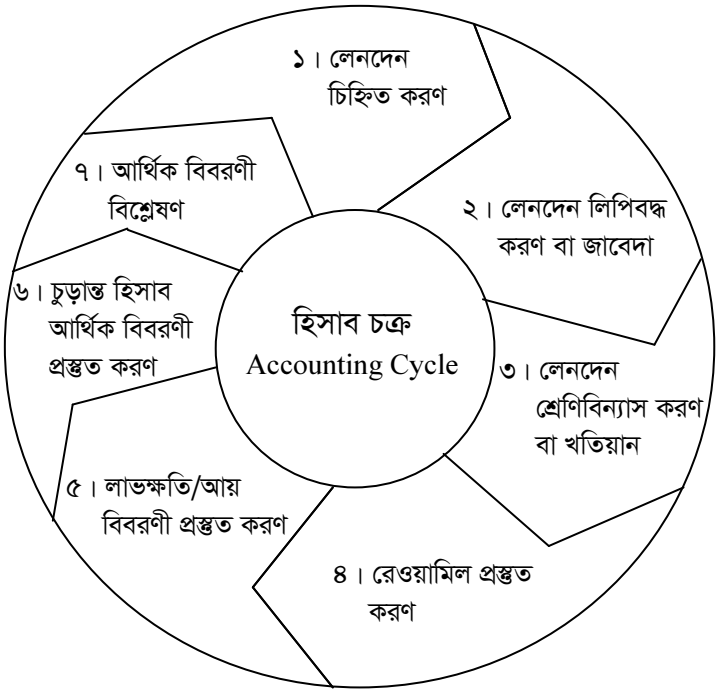


**হিসাব চক্রের ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলোঃ**

১। **লেনদেন চিহ্নিত করণ ঃ** সংঘটিত লেনদেনসমূহ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা বা ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে কিনা তা প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে।

২। **লেনদেন লিপিবদ্ধ করণ বা জাবেদা ভূক্তকরণ ঃ** ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত লেনদেনসমূহ দু'তরফা দাখিলার নিয়ম অনুসারে জাবেদা বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩। **খতিয়ান ভুক্তকরণ ঃ** জাবেদা বহি হতে সমজাতীয় লেনদেনসমূহ নির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে সাজিয়ে খতিয়ান বহি প্রস্তুত করা হয়।

৪। **রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ ঃ** খতিয়ান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা হয়।

৫। **আয় বিবরণী প্রস্তুতকরণ ঃ** রেওয়ামিল হতে মুনাফাজাতীয় আয় ও ব্যয় নিয়ে আয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

৬। **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ ঃ** রেওয়ামিল হতে মূলধনজাতীয় আয় ও ব্যয় নিয়ে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আয় বিবরণী ও আর্থিক বিবরণী একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে প্রস্তুত করা হয়।

৭। **আর্থিক বিশে-ষণ ঃ** একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বা হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীগণ হিসাব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা কিরুপ তা আর্থিক বিবরণী হতে পুরোপুরি ধারণা লাভ করা যায়। যদি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ভাল হয় তবে বিনিয়োগকারীগণ তাদের বিনিয়োগ সম্পর্কে নিঃচিন্তা থাকেন। এভাবেই হিসাবের কার্যক্রম শেষ হয়ে যায় এবং আবার নতুন বছর শুরু হলে ঐ একই কার্যক্রম পুনঃরায় শুরু করতে হয়।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি (** নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ** | জনাব রাকিব ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারীতে ১০,০০০ টাকা নিয়ে কারবার শুরু করেন। এ বৎসর তার লাভ হয় ৫,০০০ টাকা। তিনি কারবার হতে এ বৎসরে উত্তোলন করেন ১,০০০ টাকা, ৩১ ডি. ২০১৫ সালে তাঁর মূলধন কত? ১ জানুয়ারী ২০১৬ সালে কত টাকা ব্যালেন্স হবে? |

## সারসংক্ষেপ:

বিগত বছরের সমাপনী জের (উদ্বৃত্ত) নিয়ে পরবর্তী বছরে হিসাবের কার্যক্রম শুরু হয়। এভাবেই হিসাবের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। একটি নির্দিষ্ট হিসাব কালকে কেন্দ্র করে পর্যায়ক্রমে হিসাব আবর্তিত হওয়াকে কী বলে?
ক) হিসাব বলে খ) হিসাববিজ্ঞান বলে
গ) হিসাব চক্র বলে ঘ) হিসাব কাল বলে

২। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের মধ্যে হিসাবের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় নিচের কোনটিতে?
ক) জাবেদা খ) রেওয়ামিল
গ) হিসাব চক্র ঘ) খতিয়ান

৩। হিসাব চক্রের ধাপসমূহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের মধ্যে কী রক্ষা করে?
ক) যোগাযোগ খ) সেতু বন্ধন
গ) ধারাবাহিকতা ঘ) যোগসূত্র

৪। হিসাব চক্রের ধারাবাহিকতা রক্ষায় হিসাববিজ্ঞানের কোন নীতিমালা প্রয়োগ লক্ষ করা যায়?
ক) আদায়করণ ধারণা খ) চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা
গ) হিসাববিজ্ঞানের ধারণা ঘ) পূর্ণ প্রকাশ নীতি

৫। হিসাবকাল বলতে বুঝায়-
i) তিন মাস ii) ছয়মাস iii) এক বৎসর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, ii খ) i, iii
গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৬। হিসাব তথ্য জানতে আগ্রহী পক্ষ-
i) মালিক ii) সরকার iii) বিনিয়োগকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, ii খ) i, iii
গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৭। হিসাব চক্র-

i) লেনদেন চিহ্নিত করণ ii) লেনদেন লিপিবদ্ধ করণ iii) ধারাবাহিকভাবে আবর্তিত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৮। হিসাব চক্রের প্রথম ধাপ কোনটি?

ক) জাবেদা ভূক্তকরণ খ) খতিয়ান ভূক্তকরণ

গ) লেনদেন চিহ্নিতকরণ ঘ) চুড়ান্ড় হিসাব প্রস্তুতকরণ।

৯। খতিয়ান বহির উদ্বৃত্ত নিয়ে কী তৈরী করা হয়?

ক) জাবেদা খ) রেওয়ামিল

গ) আয় বিবরণী ঘ) আর্থিক বিবরণী

# পাঠ-৫.৩ হিসাবের নমূনা

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- হিসাবের ছক বর্ণনা করতে পারবেন।
- T ছক অংকন করতে পারবেন।
- চলমান জের ছক অংকন করতে পারবেন।

## ভূমিকা

পাঠ ৫.১ থেকে হিসাব কি? তা আমরা বলতে পারি। সমজাতীয় লেনদেনসমূহ একটি নির্দিষ্ট ছকে উপস্থাপন করা একান্ড় প্রয়োজন। এ ছককে দু'ভাবে অংকন করা যায়।

যথা ঃ ক) T ছক খ) চলমান জের ছক

**ক) T ছক ঃ** এই ছকটি দেখতে অনেকটা ইংরেজী অক্ষর T এর মত। কাজেই এই ছককে T ছক বলা হয়। এই ছকটি প্রাচীন ছক বলা হয়। সাধারণত বৃটিশ হিসাব বিজ্ঞানীগণ এই ছক ব্যবহার করে থাকেন। নিচে T ছকের নমুনা দেওয়া হলো ঃ

**হিসাবের নাম ঃ নগদান বহি**

| ডেবিট | | | | ক্রেডিট | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| তারিখ | বিবরণ | জাঃ পৃঃ | টাকা | তারিখ | বিবরণ | জাঃ পৃঃ | টাকা |
| | | | | | | | |

**অংকন ঃ** প্রথমত: আপনার খাতার পাতাকে ভূমি সমান্তরাল বরাবর দুইটি রেখা টানবেন যেন উহা পরস্পর স্পর্শ না করে। এই রেখা দুইটির মাঝখান থেকে উলম্ভ (খাড়া) বরাবর আরও একটি রেখা টানি। মূলত উপরের চিত্রটি দুইভাগে ভাগ হবে। বাম পার্শ্বের অংশকে বলা হয় ডেবিট পার্শ্ব এবং ডান দিকের অংশকে বলা হয় ক্রেডিট পার্শ্ব।

ডেবিট পার্শ্বকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়। এই অংশে থাকে যেমন ১। তারিখ ২। বিবরণ ৩। জাবেদা পৃষ্ঠা নং ৪। টাকার পরিমান। আবার ক্রেডিট পার্শ্বকেও অনুরূপভাবে ৪ ভাগে ভাগ করতে হবে।

**নিচে বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ**

১। **তারিখের ঘর ঃ** এই ঘরে সংঘটিত লেনদেনসমূহ তারিখের ক্রমানুসারে লেখা হয়।

২। **বিবরণের ঘর ঃ** এই ঘরে সংশি- ষ্ট হিসাবের বিপরীত হিসাবের নাম সমূহ লিখতে হয়। বর্তমানে টু এবং বাই না লিখলেও চলে।

৩। **জাবেদা পৃষ্ঠার ঘর ঃ** জাবেদার কত নম্বর পৃষ্ঠা হতে সংশি- ষ্ঠ হিসাবে লেখা হলো তা এখানে লিখতে হবে।

৪। **টাকার ঘর ঃ** সংশ্লিষ্ট হিসাবে কত টাকা আছে তা এ ঘরে লিখতে হবে। ডেবিট হলে ডেবিট পার্শ্বে এবং ক্রেডিট হলে ক্রেডিট পার্শ্বে লিখতে হবে।

**খ) চলমান জের ছক ঃ** চলমান জের ছককে আধুনিক ছক হিসাবে অবিহিত করা হয়। আমেরিকান হিসাব বিজ্ঞানীগণ ব্যপকভাবে চলমান জের ছক ব্যবহার করে থাকেন। নিচে ইহার নমূনা অংকন করা হলোঃ

**হিসাবের নাম ঃ নগদান হিসাব**

| তারিখ | বিবরণ | জাঃ পৃষ্ঠা | ডেঃ | ক্রেঃ | ব্যালেন্স/উদ্বৃত্ত | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ডেবিট | ক্রেডিট |
| | | | | | | |

লেনদেন সংঘটিত হওয়ার পর প্রথম জাবেদা বইতে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। জাবেদা বই হতে উক্ত লেনদেনের তারিখ সমূহ চলমান জের ছকের তারিখের ঘরে লিখতে হবে। বিবরণের ঘরে উল্লেখিত হিসাবের (নগদান বহি) বিপরীত হিসাবের নাম লিখতে হবে। উক্ত হিসাবটি জাবেদার কত নম্বর পাতায় লেখা আছে তাহা চলমান জের ছকের জাঃ পৃঃ নম্বরের ঘরে লিখতে হবে।

এভাবে প্রথম তিনটি ঘর পূরণের পর আরও ৪টি ঘরকে পূরণ করতে হবে। সংশি- ষ্ট হিসাবটি যদি ডেবিট হয় তবে উহা ডেবিট কক্ষে (ঘরে) টাকার অংক লিখতে হবে। আবার যদি সংশ্লিষ্ট হিসাব যদি ক্রেডিট হয় তবে উহা চলমান জের ছকের ক্রেডিট ঘরে লিখতে হবে।

এভাবেই ডেবিট এবং ক্রেডিট পার্থক্য নির্ণয় করে ব্যালেন্স বা উদ্বৃত্ত ঘরে লিখতে হবে। ১ম পর্যায়ে যদি ডেবিট এবং ক্রেডিট এর পার্থক্য ডেবিট বেশী হয় তবে এই পার্থক্য জনিত টাকার অংক ব্যালেন্স উদ্বৃত্ত ঘরে ডেবিট পার্শ্বে লিখতে হবে। যদি ক্রেডিট বেশী হয় তবে উহা ব্যালেন্স বা উদ্বৃত্ত এর ক্রেডিট ঘরে লিখতে হবে।

২য় পর্যায়ে ব্যালেন্স বা উদ্বৃত্ত এর ডেবিট এবং ক্রেডিট এর সাথে পরবর্তী হিসাবসমূহের ডেবিট এবং ক্রেডিট পার্থক্য নির্ণয় করে ব্যালেন্স বা উদ্বৃত্ত ঘরে লিখতে হবে। এভাবেই ছকের কার্যক্রম চলতে থাকবে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি (** নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ** | নিচের লেনদেনগুলো নগদান বহিতে T ছকে এবং চলমান জের ছকে লিপিবদ্ধ করুণ:<br>১। মি. আলম নগদ ৫০,০০০ টাকা আনয়ন করে ব্যবসা আরম্ভ করলেন<br>২। মাল ক্রয় ৩০,০০০ টাকা<br>৩। মাল বিক্রয় ৩৫,০০০ টাকা<br>৪। ভাড়া প্রদান ৫,০০০ টাকা |

## সারসংক্ষেপ:

একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে বিভিন্ন হিসাব খাতে কি পরিমান উদ্বৃত থাকে তাহা জানার জন্য এই হিসাবসমূহ করা হয়ে থাকে। সমজাতীয় লেনদেনসমূহ নির্দিষ্ট শিরোনামের অধীনে সাজিযে রেকর্ডভূক্ত করা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। প্রাচীন নিয়মে হিসাবের ছক দেখতে ইংরেজী কোন অক্ষরের মত?

ক) F খ) T

গ) L ঘ) E

২। হিসাবের ছক অংকন করা যায়-

i) T ছক ii) মিশ্র ছক iii) চলমান জের ছক

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i, ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii, ও iii

৩। T ছকের ঘর মোট কয়টি?

ক) ৫ খ) ৬

গ) ৭ ঘ) ৮

৪। চলমান জের ছকের ঘর কয়টি ?

ক) ৫ খ) ৬

গ) ৭ ঘ) ৮

৫। T ছক সবচেয়ে বেশী ব্যবহার হয় কোথায়?

ক) বাংলাদেশ খ) বৃটেন

গ) আমেরিকা ঘ) ভারত

৬। চলমান জের ছক বেশী ব্যবহার হয় কোথায়?

ক) বাংলাদেশ খ) বৃটেন

গ) আমেরিকা ঘ) ভারত

# পাঠ-৫.৪ হিসাবের শ্রেণিবিভাগ

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- হিসাবের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার হিসাবের বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- দেনাদার ও পাওনাদার হিসাব কী? লিখতে পারবেন।
- প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের বর্ণনা লিখতে পারবেন।

**ভূমিকা ঃ** প্রতিটি লেনদেন এ দু'টি পক্ষ জড়িত থাকে। এই লেনদেনসমূহকে ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় করতে হলে হিসাবের শ্রেণিবিভাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

**হিসাবের শ্রেণিবিভাগ ঃ** নিচে প্রাচীন (বৃটিশ) পদ্ধতিতে হিসাবের শ্রেণিবিভাগ দেওয়া হলো ঃ

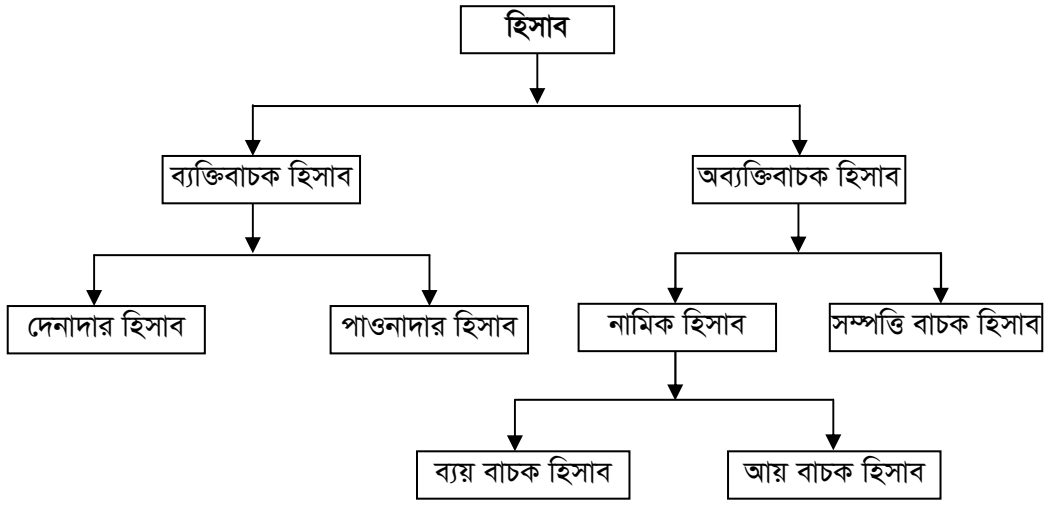


**ক) ব্যক্তিবাচক হিসাব ঃ**

সারা বিশ্বের সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের হিসাবসমূহকে ব্যক্তিবাচক হিসাব বলে।
যেমনঃ বাউবি হিসাব, জনসনের হিসাব ইত্যাদি।

ব্যক্তিবাচক হিসাবকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

**১। দেনাদার হিসাব ঃ** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছে কোন ব্যক্তি দেনা থাকলে তবে ঐ ব্যক্তি হবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনাদার।

**২। পাওনাদার হিসাব ঃ** কোন ব্যক্তির কাছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাওনা হলে উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হবে পাওনাদার।

উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি আলোচনা করা হলোঃ মিঃ করিম ১০,০০০ টাকার মাল মিঃ রাজনের নিকট ধারে বিক্রয় করলেন। এখানে করিম রাজনের কাছে টাকা পাবে বলে "করিম" পাওনাদার হবে। অপর পক্ষে মিঃ রাজন করিমের নিকট দেনা আছেন বলে "রাজন" দেনাদার হবে।

**খ) অব্যক্তিবাচক হিসাবঃ**

কোন "ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের হিসাব" ব্যতিত (বাদে) অন্যান্য সকল হিসাবসমূহকে অব্যক্তিবাচক হিসাব বলে।

যেমনঃ মজুরী হিসাব, আসবাবপত্র হিসাব ইত্যাদি।

অব্যক্তিবাচক হিসাবকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যথাঃ ১। নামিক হিসাব

২। সম্পতিবাচক হিসাব।

**১। নামিক হিসাব ঃ** ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যে সকল স্বল্প কালীন ব্যয় বা আয় সংঘটিত হয় এবং উক্ত ব্যয়ের বা আয়ের উপযোগ (সুবিধা) একটি হিসাব কালের মধ্যে শেষ হয়ে যায় তাকে নামিক হিসাব বলে। এ জাতীয় ব্যয় বা আয় কারবারে বারবার সংঘটিত হয়। এটা ছোট আকারের হয়ে থাকে। তবে সম্পত্তির ক্ষয় ক্ষতিও নামিক হিসাবের আওতায় পড়ে। যেমন অবচয়, বেতন প্রদান, ভাড়া প্রাপ্তি ইত্যাদি।

**২। সম্পত্তিবাচক হিসাব ঃ** ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল ব্যয় দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সংঘটিত হয় তাকে সম্পত্তিবাচক হিসাব বলে। এই ব্যয়ের উপযোগ একাধিক হিসাব কাল পর্যন্ড় চালু থাকে। এ জাতীয় ব্যয় বারবার সংঘটিত হয় না। এটা বড় ধরণের ব্যয়। যেমনঃ আসবাবপত্র, ভূমি ক্রয় ইত্যাদি।

**গ) নামিক হিসাব ঃ** নামিক হিসাব কী? তা আমরা পূর্বেই শিখেছি। তবে এই হিসাবকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

১। ব্যয়বাচক হিসাব।

২। আয়বাচক হিসাব।

১। ব্যয়বাচক হিসাব ঃ কারবার প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার সময় যে সকল ব্যয়সমূহ একটি হিসাব কালের মধ্যেই এর উপযোগ (সুবিধা) শেষ হয়ে যায় তাকে ব্যয়বাচক হিসাব বলে।

যেমনঃ ভাড়া প্রদান, সুদ প্রদান ইত্যাদি।

২। আয়বাচক হিসাব ঃ কারবার প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনার সময় যে সকল আয়সমূহ একটি হিসাব কালের জন্য অর্জিত হয় তাকে আয় বাচক হিসাব বলে।

যেমনঃ ভাড়া প্রাপ্তি, সুদ প্রাপ্তি ও লভ্যাংশ প্রাপ্তি ইত্যাদি।

**আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের শ্রেণিবিভাগঃ**

হিসাব সমীকরণ ঃ A=L+OE

এখানে, A=Assets (সম্পত্তিসমূহ)

L= Liabilities (দায়সমূহ)

OE=Owner's equity (মালিকানা তহবিল)

সুতরাং, OE=Capital+Revenue-Drawing-Expences.

প্রতিষ্ঠানে মালিকের দাবিকে আন্তঃদায় বলা হয় আবার মালিকের দাবি বাদে অন্যান্য দাবিদার (তৃতীয় পক্ষ) এর দাবিকে বহিঃদায় বলা হয়। সমীকরণের ভিত্তিতে হিসাবকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়। নিচে শ্রেণিবিভাগ দেওয়া হলো ঃ

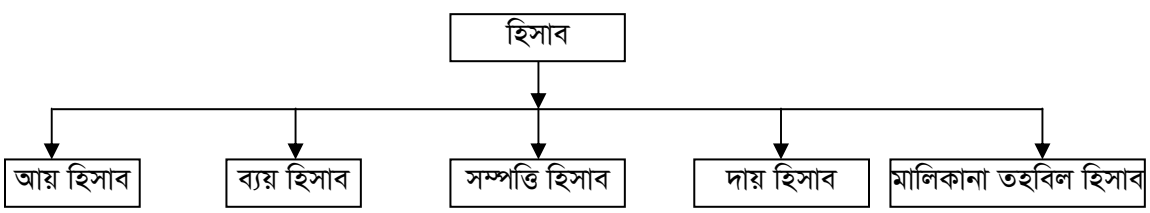

১। আয় হিসাব ঃ একটি হিসাব কালে মধ্যে যে সকল আয় অর্জিত হয় তাকে আয় হিসাব বলে।

যেমনঃ সুদ প্রাপ্তি।

২। ব্যয় হিসাব ঃ একটি হিসাব কালের মধ্যে যে সকল ব্যয় (স্বল্প মেয়াদী) সংঘটিত হয় তাকে ব্যয় হিসাব বলে।

৩। সম্পত্তি হিসাব ঃ প্রতিষ্ঠানের যত স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা হয় তাকে সম্পত্তি হিসাব বলে। প্রতিষ্ঠান কারো কাছে পাওনা হলে সম্পত্তি হবে। যেমন ভূমি ক্রয়।

৪। দায় হিসাব ঃ প্রতিষ্ঠানের কাছে তৃতীয় পক্ষের দাবীকে দায় হিসাব বলে। যেমন পাওনাদার।

৫। মালিকানা তহবিল হিসাব ঃ প্রতিষ্ঠানের কাছে মালিকের পাওনাকে মালিকানা তহবিল হিসাব বলে। যেমন মূলধন হিসাব।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি (** নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ** | প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের শ্রেণি বিন্যাস করুণ: আসবাব পত্র, দেয়াল ঘড়ি, বেতন, মজুরী, বাট্টা প্রাপ্তি, মঞ্জুরীকৃত সুদ, করিম হিসাব, বাউবি হিসাব। |

## সারসংক্ষেপ:

সংঘটিত লেনদেনসমূহকে ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয়ের জন্য হিসাবের শ্রেণিবিন্যসকরণের প্রয়োজন পড়ে। কাজেই প্রাচীন বা আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের ডে: বা ক্রে: নির্ণয় করা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের হিসাবকে কী বলে?
ক) ব্যক্তিবাচক হিসাব খ) অব্যক্তিবাচক হিসাব
গ) সম্পত্তিবাচক হিসাব ঘ) আয় হিসাব

২। নামিক হিসাবের অপর নাম কী?
ক) আয় হিসাব খ) সম্পত্তি হিসাব
গ) আয়-ব্যয় বাচক হিসাব ঘ) ব্যক্তিবাচক হিসাব।

৩। কোনটি ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব ?
ক) সুদ প্রাপ্তি খ) প্রাপ্ত কমিশন
গ) ভাড়া হিসাব ঘ) উপভাড়া হিসাব

৪। কোনটি আয় সংক্রান্ত হিসাব -
ক) মজুরি খ) বেতন
গ) ডাক টিকিট ঘ) শিক্ষানবিশ সেলামি হিসাব

৫। নিচের কোনটির আলোকে আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে?
ক) হিসাব সমীকরণ খ) হিসাবের প্রকৃতি
গ) হিসাবের ভিত্তি ঘ) লেনদেনের ভিত্তি

৬। কোনটি অব্যক্তিবাচক হিসাব ?

ক) দেনাদার খ) পাওনাদার

গ) ব্যাংক ঋণ ঘ) মজুরি হিসাব

৭। ব্যক্তিবাচক হিসাব হচ্ছে-

i) কাশেম হিসাব ii) অগ্রীম ব্যয় হিসাব iii) বাউবি হিসাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii, iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৮-১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

১ জানুয়ারী ২০১৪ খ্রিঃ করিম এন্টারপ্রাইজ নগদ ১,০০,০০০ টাকা এবং ৪,০০,০০০ টাকার আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ১৫ তারিখে বেতন প্রদান ২,০০০ টাকা।

৮। করিম এন্টারপ্রাইজের প্রারম্ভিক মূলধন কত?

ক) ৪,০০,০০০ খ) ১,০০,০০০

গ) ৫,০০,০০০ ঘ) ৩,০০,০০০

৯। উদ্দীপকের ৪,০০,০০০ টাকা দ্বারা করিম এন্টারপ্রাইজের ব্যবসায়ে কী বৃদ্ধি পাবে?

ক) চলতি সম্পত্তি খ) স্থায়ী সম্পত্তি

গ) চলতি দায় ঘ) বহিঃ দায়

১০। বেতন প্রদানের ফলে কী হ্রাস পাবে?

ক) চলতি দায় খ) দীর্ঘ মেয়াদি দায়

গ) চলতি সম্পত্তি ঘ) স্থায়ী সম্পদ

১১। সনাতন পদ্ধতিতে মূলতঃ হিসাব কত প্রকার?

ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার

গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

১২। আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব কত প্রকার ?

ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার

গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

# পাঠ-৫.৫ হিসাবের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- হিসাবের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- হিসাবের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি চিহ্নিত করে হিসাবের 'শিরোনাম' লিখতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক লেনদেন সংঘটিত হয়। এই লেনদেনগুলির হিসাব কিভাবে রাখব? তার একটা দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি লেনদেনের দুইটি পক্ষ থাকে। এই দুইটি পক্ষের হিসাবকেই ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

**হিসাবের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি ঃ**

ব্যবসা পরিচালনার ফলে মূলধন, উত্তোলন, আয়, ব্যয় সম্পত্তি ও দায়ের উদ্ভব হয় এবং এর উপর ভিত্তি করে হিসাবের "শিরোনাম" দেওয়া হয়। নিচে হিসাবের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি আলোচনা করা হলোঃ

১। নামের ভিত্তি ঃ প্রতিদিন কারবার প্রতিষ্ঠানের অনেক লেনদেন সংঘটিত হয়। এই লেনদেনগুলি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংঘটিত হয়। যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন সংঘটিত হয় তাদের নামেই হিসাব রাখা হয়। যেমনঃ করিম হিসাব, বাউবি হিসাব ইত্যাদি।

২। সম্পদের ভিত্তি ঃ ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু স্থায়ী সম্পদের প্রয়োজন হয়। এগুলো ক্রয় করা হলে, এই সম্পদের নামেই হিসাব খুলতে হয়।

যেমনঃ আসবাবপত্র, দালান হিঃ ইত্যাদি।

৩। মূলধন ও উত্তোলনের ভিত্তি ঃ ব্যবসা শুরু করতে হলে মূলধনের প্রয়োজন। আবার মালিকের বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবসা হতে অর্থ উত্তোলন করেন। এক্ষেত্রে হিসাবের ভিত্তি হবে যথাক্রমে মূলধন হিসাব ও উত্তোলন হিসাব।

৪। দায়ের ভিত্তি ঃ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে মাল বা সম্পদ ধারে ক্রয় করা হলে দায়ের উদ্ভব হয়। কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ থাকলে "ব্যক্তির নামে" হিসাব রাখতে হয়। আবার নাম উল্লেখ না থাকলে "পাওনাদারের হিসাব" হিসাব রাখতে হবে।

৫। আয়ের ভিত্তি ঃ ব্যবসার কার্যক্রমের ফলে যে সব খাত হতে আয় আসবে, সেই সব খাতের নামে হিসাব রাখতে হবে। যেমনঃ ভাড়া প্রাপ্তি, লভ্যাংশ প্রাপ্তি ইত্যাদি।

৬। ব্যয়ের ভিত্তি ঃ ব্যবসা পরিচালনার সময় অনেক খাতে অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। সাধারণত এই জাতীয় খরচগুলো বারবার সংঘটিত হয়। যে খাতে অর্থ ব্যয় হয় সেই খাতের নামে হিসাব রাখতে হয়।

যেমন ঃ বেতন প্রদান, মজুরি প্রদান ইত্যাদি।

লক্ষনীয়ঃ ব্যবসায়ের প্রকৃতি বা ধরণ অনুসারে হিসাবের ভিত্তি নির্ধারিত হয়। যেমন একজন আসবাব পত্রের দোকানীর কাছে আসবাব পত্র পণ্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** ( নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | ভিত্তি নির্ণয় করুণ: নগদে মূলধন আনায়ন, সুদ প্রাপ্তি, আসবাবপত্র ক্রয় এবং বেতন প্রদান। |

## সারসংক্ষেপ:

ব্যবসায়ের আয়, ব্যয়, দায় ও সম্পদের হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে। সাধারণত এগুলো বিবেচনা করেই হিসাবের ভিত্তি নির্ধারণ করতে হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। কিসের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে আলাদা হিসাব রাখা হয়?

ক) নামের ভিত্তি খ) সম্পত্তির ভিত্তি

গ) দায়ের ভিত্তি ঘ) সবগুলো

২। কোন ব্যক্তির কাছে অর্থ পাওয়া গেলে তাকে কী বলে?

ক) দেনাদার খ) পাওনাদার

গ) গ্রাহক ঘ) মালিক

৩। কোনটি স্থায়ী সম্পত্তি ?

ক) ভূমি ও দালান খ) মজুদ পণ্য

গ) ব্যাংক জমা ঘ) নগদ তহবিল

৪। হিসাবের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তির মধ্যে রয়েছে-

i) নামের ভিত্তি ii) সম্পদ ও দায়ের ভিত্তি iii) আয় ও ব্যয়ের ভিত্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i, ii খ) i, iii

গ) ii, iii ঘ) i, ii, iii

# পাঠ-৫.৬ হিসাবের ডেবিট-ক্রেডিট নির্ণয়ের ভিত্তি

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- হিসাবের ভিত্তি নির্ণয় করতে পারবেন।
- হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয়ের ভিত্তি বা শ্রেণি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিট চিহ্নিত করতে পারবেন।

## ভূমিকা

লেনদেনগুলোকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক বিশ্লেষণ করে ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় করা খুব সহজ নয়। ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় করতে হলে প্রথমতঃ হিসাবের ভিত্তি নির্ণয় করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ হিসাবের শ্রেণিতে বিভক্ত করতে হবে এবং দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি প্রয়োগ করে ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয় করতে হবে।

**হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয়ের ভিত্তি ঃ** পাঠ ৫.৪ এ হিসাবের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বিস্ড়ারিত আলোচনা করা হয়েছে। আবার পাঠ ৫.৫ এ হিসাবের শ্রেণি বিভাগের ভিত্তি বা হিসাবের শিরোনাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন পদ্ধতিতে হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিটের ভিত্তি নির্ণয়ের জন্য হিসাবকে আমরা তিন ভাবে বিভক্ত করব। যথা: ১। ব্যক্তিবাচক হিসাব। ২। নামিক হিসাব ৩। সম্পতিবাচক হিসাব। প্রতিষ্ঠানের সকল লেনদেনসমূহ এই তিন শ্রেনিতে বিভক্ত করে হিসাবের ডে: ও ক্রে: নির্ণয়ের ভিত্তি চিহ্নিত করা হয়। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

ছক-১

| ক্রমিক নং | হিসাবের শিরোনাম/ ভিত্তি | ডেঃ- ক্রে: নির্ণয়ের ভিত্তি/ শ্রেণি | ব্যাখ্যা/ কারণ |
|---|---|---|---|
| ১। | বাউবি হিসাব | ব্যক্তি বাচক হিসাব | বাউবি একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব হলে ব্যক্তিবাচক হিসাব। |
| ২। | বেতন হিসাব | নামিক হিসাব | নির্দিষ্ট হিসাব কালের মধ্যে বেতন প্রদান করা হয়েছে। ইহা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কাজেই ইহা নামিক হিসাব। |
| ৩। | বকেয়া বেতন হিসাব | ব্যক্তিবাচক হিসাব | কর্মচারীদের কাছে প্রতিষ্ঠান দেনা আছে। কর্মচারীগণ ব্যক্তি বলে ইহা কৃত্তিম ব্যক্তিবাচক হিসাব। |
| ৪। | অগ্রিম বেতন হিসাব | ব্যক্তিবাচক হিসাব | কর্মচারীকে বেতন বাবদ অগ্রীম টাকা প্রদান করা হযেছে। কাজেই ইহা ব্যক্তিবাচক হিসাব। |
| ৫। | উত্তোলন হিসাব | ব্যক্তিবাচক হিসাব | কারবার হতে মালিক উত্তোলন করেছেন বিধায় ইহা ব্যক্তি বাচক হিসাব। |
| ৬। | মূলধন হিসাব | ব্যক্তিবাচক হিসাব | ব্যবসায়ে মালিক নিজেই মুলধন বাবদ অর্থ প্রদান করেন। তাই ইহা ব্যক্তিবাচক হিসাব। |
| ৭। | নেইমারের হিসাব | ব্যক্তিবাচক হিসাব | নেইমার একজন ফুটবল খেলোয়ারের নাম। ইহা ব্যক্তি বাচক হিসাব। |
| ৮। | কম্পিউটার হিসাব | সম্পতিবাচক হিসাব | ব্যবসায়ে কম্পিউটার অনেক দিন চালু থাকবে। কাজেই ইহা সম্পতিবাচক হিসাব। |
| ৯। | পাওনাদার হিসাব বা প্রদেয় হিসাব। | ব্যক্তিবাচক হিসাব | ব্যক্তিবাচক হিসাবকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। দেনাদার ও পাওনাদার হিসাব। |

হিসাবের ডেবিট ও ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্রঃ

১। ব্যক্তিবাচক হিসাব ঃ- ব্যক্তি গ্রহিতা- ডেঃ এবং দাতা- ক্রেঃ।

২। নামিক হিসাব ঃ-ব্যবসায়ের ব্যয় ও ক্ষতি হলে- ডেঃ এবং আয় বা লাভ হলে ক্রেঃ।

৩। সম্পতিবাচক হিসাব ঃ- ব্যবসায়ে সম্পতি আসলে- ডেঃ এবং সম্পতি চলে গেলে ক্রেঃ।

**ডেবিট এবং ক্রেডিট এর সূত্র প্রয়োগ নিচে দেখানো হলোঃ**

**উদাহরনঃ ১**

| ক্রমিক নং | ব্যবসায়ীক লেনদেন | হিসাবের ভিত্তি/ শিরোনাম | ডেঃ ক্রেঃ নির্ণয়ের ভিত্তি / শ্রেনি | ডেঃ ক্রেঃ নির্ণয়ের সূত্র প্রয়োগ। | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১. | জনাব খালেক ২০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। | নগদান হিঃ মূলধন হিঃ | সম্পতিবাচক হিঃ ব্যক্তিবাচক হিসাব | সম্পদ আসলে ব্যক্তিদাতা | ডেঃ ক্রেঃ |
| ২. | নগদে মাল ক্রয় ৫০,০০০ টাকা। | ক্রয় হিঃ নগদান হিঃ | নামিক হিসাব সম্পত্তি বাচক হিঃ | ব্যয়/খরচ হলে সম্পত্তি চলে গেল | ডেবিট ক্রেডিট |
| ৩. | নগদে ক্রীত মাল ফেরত দেওয়া হল ২০০ টাকা | নগদান হিঃ ক্রয় ফেরত হিঃ | সম্পত্তিবাচক হিঃ নামিক হিসাব | সম্পদের আগমন ব্যয়হ্রাস/আয় বৃদ্ধি | ডেবিট ক্রেডিট |
| ৪. | ধারে মাল ক্রয় ৩,০০০ টাকা | ক্রয় হিসাব পাওনাদার হিঃ | নামিক হিসাব ব্যক্তিবাচক হিসাব | ব্যয়/খরচ হলে ব্যক্তি দাতা | ডেবিট ক্রেডিট |
| ৫. | ধারে ক্রীত মাল ফেরত দেওয়া হলো ২০০ টাকা | পাওনাদার হিঃ ক্রয় ফেরত হিঃ | ব্যক্তিবাচক হিঃ নামিক হিসাব | ব্যক্তি গ্রহিতা ব্যয় হ্রাস | ডেবিট ক্রেডিট |
| ৬. | নগদে মাল বিক্রয় ৭,০০০ টাকা | নগদান বহি বিক্রয় হিঃ | সম্পত্তিবাচক হিঃ নামিক হিসাব | সম্পত্তি আসলে আয় বৃদ্ধি | ডেবিট ক্রেডিট |
| ৭. | নগদে বিক্রিত মাল ফেরত পাওয়া গেল ৩০০ টাকা | বিক্রয় ফেরত নগদান হিঃ | নামিক হিসাব সম্পত্তি বাচক হিঃ | আয় হ্রাস/ সম্পত্তি চলে গেল | ডেবিট ক্রেডিট |
| ৮. | ধারে মাল বিক্রয় ৫,০০০/- টাকা | দেনাদার হি: বিক্রয় হি: | ব্যাক্তিবাচক হি: নামিক হি: | ব্যাক্তিগ্রহীতা আয় বৃদ্ধি | ডেবিট ক্রেডিট |
| ৯. | ধারে বিক্রীত মাল ফেরত পাওয়া গেল ১০০ টাকা | বিক্রয় ফেরত হি: দেনাদার হি: | নামিক হি: ব্যাক্তিবাচক হি: | আয় হ্রাস/ ব্যাক্তি দাতা | ডেবিট ক্রেডিট |
| ১০. | আসবাব পত্র ক্রয় ১০,০০০ টাকা | আসবাব পত্র হি: নগদান হি: | সম্পত্তিবাচক হি: সম্পত্তিবাচক হি: | সম্পত্তি আসছে সম্পত্তি চলে গেল | ডেবিট ক্রেডিট |
| ১১. | কর্মচারী খালেককে বেতন প্রদান ১,০০০ টাকা | বেতন হি: নগদান হি: | নামিক হি: সম্পত্তিবাচক হি: | ব্যয় হলে সম্পত্তি চলে গেল | ডেবিট ক্রেডিট |

## আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের ভিত্তি নির্ণয়ঃ

পূর্বে আলোচিত ছক ১ মোতাবেক নিচে ছক ২ এ আলোচনা করা হলোঃ

ছক-২

| ক্র. নং | হিসাবের ভিত্তি/ শিরোনাম | ডেঃ - ক্রেঃ নির্ণয়ের ভিত্তি/ হিসাবের শ্রেণি | ব্যাখ্যা বা কারণ |
|---|---|---|---|
| ১ | বাউবি হিঃ | সম্পদ হিঃ বা দায় হিঃ | বাউবি কারও কাছে অর্থ প্রাপ্য হলে সম্পদ হিসাব হবে। আবার বাউবি এর কাছে যদি কেহ অর্থ পায় তবে দায় হিসাব হবে। |
| ২ | বেতন হিঃ | ব্যয় হিঃ | ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয়। এ কারনেই এটা ব্যয় হিসাব। |
| ৩ | বকেয়া বেতন | দায় হিঃ | ভবিষ্যতে বেতন পরিশোধ করতে হবে। কাজেই এটা দায় হিসাব। |
| ৪ | অগ্রিম বেতন | সম্পদ হিসাব | কর্মচারী ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানে কাজ না করলে বেতন বাবদ টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। কাজেই এটা সম্পদ। |
| ৫ | উত্তোলন হিঃ | মালিকানা স্বত্ত্ব হিঃ | ব্যবসায় হতে মালিক উত্তোলন করলে তার মূলধন হ্রাস পায়। কাজেই এটা মালিকানা স্বত্ত্ব হিসাব। |
| ৬ | মূলধন হিঃ | মালিকানা স্বত্ত্ব হিঃ | মালিকের নিকট ব্যবসায়ের দেনা। এটা মালিকানা স্বত্ত্ব হিসাব। |
| ৭ | নেইমারের হিঃ | সম্পদ হিঃ বা দায় হিঃ | নেইমার ব্যবসায়ের দেনাদার হলে সম্পদ হিসাব হবে। আবার পাওনাদার হলে দায় হিসাব হবে। |
| ৮ | কম্পিউটার হিসাব | সম্পদ হিঃ | এটা ব্যবসায়ের সম্পদ নির্দেশ করে। কাজেই এটা সম্পদ হিসাব। |
| ৯ | পাওনাদার হিঃ | দায় হিসাব | এটা ব্যবসায়ের একজন পাওনাদার। কাজেই এটা দায় হিসাব। |
| ১০ | সুদ প্রাপ্তি | আয় হিসাব | এটা ব্যবসায়ের আয় নির্দেশ করে।কাজেই এটা আয় হিঃ। |

**আধুনিক নিয়মে ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়ঃ**

সাধারণত সম্পত্তির হিসাব ও ব্যয় হিসাব সর্বদাই খতিয়ানে ডেবিট ব্যালেন্সে দেখা যায়। আবার আয় হিসাব, দায় হিসাব ও মালিকানা স্বত্ব হিসাবসমূহ খতিয়ানে ক্রেডিট ব্যালেন্স প্রদর্শন করে। খতিয়ানের ব্যালেন্স অনুসারে লেখা যায়ঃ-

**হিসাব ঃ**

| | আয় হিঃ- ক্রেঃ | ব্যয় হিঃ- ডেঃ | সম্পদ হিঃ- ডেঃ | দায় হিঃ- ক্রেঃ | মালিকানা স্বত্ব হি- ক্রেঃ |
|---|---|---|---|---|---|
| + বৃদ্ধি বুঝায়- | ক্রেঃ | ডেঃ | ডেঃ | ক্রেঃ | ক্রেঃ |
| (-)হ্রাস বুঝায়- | ডেঃ | ক্রেঃ | ক্রেঃ | ডেঃ | ডেঃ |

অর্থাৎ-

১। আয় হিঃ- আয় বৃদ্ধি ক্রেঃ হবে, হ্রাস ডেঃ হবে।

২। ব্যয় হিঃ- ব্যয় বৃদ্ধি ডেঃ হবে, হ্রাস ক্রেঃ হবে।

৩। সম্পদ হিঃ- সম্পদ বৃদ্ধি ডেঃ হবে, হ্রাস ক্রেঃ হবে।

৪। দায় হিঃ- দায় বৃদ্ধি ক্রেঃ হবে, হ্রাস ডেঃ হবে।

৫। মালিকানা স্বত্ব হিঃ- মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি ক্রেঃ হবে, হ্রাস ডেঃ হবে।

আধুনিক পদ্ধতিতে ডেঃ ক্রেঃ এর সূত্র প্রয়োগ করে পূর্বের উদাহরণ ১ নিচে দেওয়া হলোঃ-

**উদাহরণ-২**

| ক্র: নং | ব্যবসায়ীক লেনদেন | হিসাবের ভিত্তি | ডে: - ক্রে: নির্ণয়ের ভিত্তি | ডে: - ক্রে: এর সূত্র প্রয়োগ | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জনাব খালেক ২০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুর্ন্ন করলেন | নগদান হি:<br>মূলধন হি: | সম্পদ হি:<br>মালিকানা স্বত্ত্ব হি: | সম্পদ বৃদ্ধি<br>মালিকানা স্বত্ত্ব বৃদ্ধি | ডে:<br>ক্রে: |
| ২ | নগদে মাল ক্রয় ৫,০০০ টাকা | ক্রয় হি:<br>নগদান হি: | ব্যয় হি:<br>সম্পদ হি: | ব্যয় বৃদ্ধি<br>সম্পদ হ্রাস | ডে:<br>ক্রে: |
| ৩ | নগদে ক্রীত মাল ফেরত দেওয়া হল ২০০ টাকা | নগদান হি:<br>ক্রয় ফেরত হি: | সম্পদ হি:<br>ব্যয় হি: | সম্পদ বৃদ্ধি<br>ব্যয় হ্রাস | ডে:<br>ক্রে: |
| ৪ | ধারে মাল ক্রয় ৩,০০০ টাকা | ক্রয় হি:<br>পাওনাদার হি: | ব্যয় হি:<br>দায় হি: | ব্যয় বৃদ্ধি<br>দায় বৃদ্ধি | ডে:<br>ক্রে: |
| ৫ | ধারে ক্রীত মাল ফেরত দেওয়া হল ২০০ টাকা | পাওনাদার হি:<br>ক্রয় ফেরত হি: | দায় হি:<br>ব্যয় হি: | দায় হ্রাস<br>ব্যয় হ্রাস | ডে:<br>ক্রে: |
| ৬ | নগদে মাল বিক্রয় ৭,০০০ টাকা | নগদান হি:<br>বিক্রয় হি: | সম্পদ হি:<br>আয় হি: | সম্পদ বৃদ্ধি<br>আয় বৃদ্ধি | ডে:<br>ক্রে: |
| ৭ | নগদে বিক্রীত মাল ফেরত পাওয়া গেল ৩০০ টাকা | বিক্রয় ফেরত হি:<br>নগদান হি: | আয় হি:<br>সম্পদ হি: | আয় হ্রাস<br>সম্পদ হ্রাস | ডে:<br>ক্রে: |
| ৮ | ধারে মাল বিক্রয় ৫,০০০ টাকা | দেনাদার হি:<br>বিক্রয় হি: | সম্পদ হি:<br>আয় হি: | সম্পদ বৃদ্ধি<br>আয় বৃদ্ধি | ডে:<br>ক্রে: |
| ৯ | ধারে বিক্রীত মাল ফেরত পাওয়া গেল ১০০ টাকা | বিক্রয় ফেরত হি:<br>দেনাদার হি: | আয় হি:<br>সম্পদ হি: | আয় হ্রাস<br>সম্পদ হ্রাস | ডে:<br>ক্রে: |

নোট: আধুনিক পদ্ধতিতে ডেঃ ক্রেঃ নির্ণয় করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং এটি বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | আধুনিক পদ্ধতিতে ডে: ক্রে: নির্ণয় করুণ:<br>নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করা হলো। মাল ক্রয়, মাল বিক্রয়, বেতন প্রদান, সুদ পাওয়া গেল, ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ। |

## সারসংক্ষেপ:

ব্যবসায়ের লেনদেনগুলোকে বিভিন্ন হিসাবের শ্রেণিতে বিভাজন করে হিসাবের বহিতে রেকর্ড করতে হয় কাজেই প্রাচীন পদ্ধতি বা আধুনিক পদ্ধতিতে যে কোন নিয়মেই হিসাবের ডে: - ক্রে: নির্ণয় করতে হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। “রহিম ট্রেডার্স হিসাব” নিচের কোনটি সঠিক?

ক) ব্যক্তিবাচক হিসাব খ) সম্পত্তিবাচক হিসাব

গ) নামিক হিসাব ঘ) আয় হিসাব।

২। সুবিধা পেলে (বা গ্রহীতা) ডেবিট হবে কোন হিসাবের ক্ষেত্রে?
ক) সম্পত্তিবাচক হিসাব খ) ব্যক্তিবাচক হিসাব
গ) নামিক হিসাব ঘ) দায় হিসাব।

৩। দাতা (সুবিধা প্রদানকারী) হলে ক্রেডিট হবে কোন ক্ষেত্রে?
ক) ব্যক্তিবাচক হিসাব খ) সম্পত্তিবাচক হিসাব
গ) নামিক হিসাব ঘ) দায় হিসাব।

৪। বৃদ্ধি পেলে কোন হিসাবটি ডেবিট হবে?
ক) সম্পত্তি খ) দায়
গ) আয় ঘ) মালিকানা স্বত্ত্ব।

৫। নিচের কোন হিসাবগুলো বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হবে?
ক) সম্পত্তি ও দায় খ) সম্পত্তি ও আয়
গ) সম্পত্তি ও খরচ ঘ) দায় ও আয় ।

৬। ধারে ২০০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের দ্বারা কী বৃদ্ধি পাবে?
ক) মূলধন ও দায় খ) মূলধন ও আয়
গ) সম্পত্তি ও দায় ঘ) সম্পত্তি ও আয়।

৭। ব্যক্তিবাচক হিসাব-
i) করিম হিসাব
ii) বকেয়া বেতন হিসাব
iii) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হিসাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, ii খ) i, iii
গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৮। নামিক হিসাব-
i) উপ ভাড়া ii) বেতন iii) আন্ড়পরিবহন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, ii খ) i, iii
গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

৯। হ্রাস পেলে ডেবিট হয়-
i) আয় হিসাব ii) দায় হিসাব iii) মালিকানা স্বত্ত্ব হিসাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, ii খ) i, iii
গ) ii, iii ঘ) i, ii ও iii

**<u>সৃজনশীল (রচনামূলক)</u>**

১০। ব্যাখ্যাসহ নিচের হিসাব গুলোর শ্রেণিবিভাগ আধুনিক ও সনাতন পদ্ধতিতে দেখাওঃ-
১। মূলধন হিসাব ২। নগদান হিসাব ৩। হাসান হিসাব ৪। জনতা ব্যাংক হিসাব ৫। অবচয় হিসাব ৬। ভাড়া হিসাব।

১১। হিসাবের ডেবিট - ক্রেডিট এর ভিত্তি নির্ণয় পূর্বক নিচের লেনদেনগুলোর ফলাফল (ডে:- ক্রে:) নির্ণয় করুণঃ-
জনাব হাসেম ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারী নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন।

২০১৪
জানুয়ারী -২, মাল ক্রয় ৩০,০০০ টাকা।
- ৪, ক্রীত মাল ফেরত দেওয়া হলো ২,০০০ টাকা।
- ৮, মাল বিক্রয় ২৫,০০০ টাকা।
- ১৫, মাল ফেরত পাওয়া গেল ৩,০০০ টাকা।
- ২০, বেতন প্রদান ২,০০০ টাকা।
- ২৯, ঘর ভাড়া প্রদান ১,০০০ টাকা।

ক) ব্যবসায়ের মোট খরচ কত?
খ) নীট ক্রয় ও নীট বিক্রয়ের পরিমান নির্ণয় করুণ?
গ) ছক আকারে ডেবিট ও ক্রেডিট এর ফলাফল নির্ণয় করুণ।

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.১ : ১. খ ২. ক ৩. ক ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.২ : ১. গ ২. গ ৩. গ ৪. খ ৫. ঘ ৬. ঘ ৭. ঘ ৮. ক ৯. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৩ : ১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. গ ৫. খ ৬. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৪ : ১. ক ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. ঘ ৭. খ ৮. গ ৯. খ ১০. গ
১১. খ ১২. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৫ : ১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫.৬ : ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. গ ৬. গ ৭. খ ৮. ঘ ৯. ঘ